যুগান্তর

তারিখ 24 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

এইচএসসির ফল বিপর্যয় রোধে কয়েকটি প্রস্তাব

২০০২ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সবগুলি বোর্ডের গড় পাসের হার ২৭% প্রায়। তার মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। পাসের হার ১৭.১৩%। অর্থাৎ কুমিল্লা বোর্ডে ফেলের হার ৮২%। এই পরীক্ষার উত্তরপত্র সঠিকভাবে মূল্যায়ন কিংবা কোন ত্রুটি ছিল কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। যেহেতু এইচএসসি একটি পাবলিক পরীক্ষা তাই এই বিপর্যয়টি কর্তৃপক্ষের গভীর দেখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে কয়েকটি সুপারিশ বিবেচনার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। যেসব ছাত্রছাত্রী ১টি বিষয়ে গ্রেডের জন্য অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের কৃপা প্রদানের অনুযায়ী ৭-৮ নম্বর গ্রেস দিয়ে ডিভিশনসহ পাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অথবা যারা ১টি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে সে বিষয়ে সিলেবাস অনুযায়ী ১ মাসের মধ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। অথবা ১টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদেরকে সরকারের বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অর্থাৎ পরবর্তী সময়ের পরীক্ষায় পাসের শর্তে উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া। আগামী বছর থেকে এইচএসসির ফলাফল মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতির প্রচলন হবে। ফলে নতুন এবং পুরাতন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার্থীর ফলাফল মূল্যায়নে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পাসের হার কম হওয়ায় অনেক ভাল ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক আসন শূন্য থাকবে। আসনগুলো যেন শূন্য না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দেয়া খুব জরুরি। বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে মেয়ে শিক্ষিত হলে জাতি শিক্ষিত হবে। একজন অভিভাবক হিসেবে সরকারের এই ঘোষণাকে প্রশংসা করি। আমি একজন দরিদ্র অভিভাবক। দেশের দরিদ্র, অসহায়, হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে দারিদ্র্যের মরণফাঁদ থেকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য কমপক্ষে ৮ নম্বর গ্রেস দিয়ে ডিভিশনসহ পাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশেষ অনুরোধ করছি।

মোঃ আনোয়ার হোসেন, পুরান বাজার, চাঁদপুর